Written by ফরিদে জে মাহব্ুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:03 -

মানব ইতহিাসরে সবচয়েে প্ুরাতন ও গ্ুর্ুত্বপ্ূর্ণ প্রতষ্ঠান হলো পরবিার। মানব-সভ্যতার বয়সরে সমান এর বয়স। সভ্যতার জন্ম ও অগ্রগততিে পরবিাররে অবদানই সর্বাধকি। নছিক মাত্র্গভে জন্ম নলিইে মানব-শশি্ু মানব র্ূপে বড়েে উঠনো। সে মানব র্ূপে বড়েে উঠার ম্ূল সবক ও প্রশকি্ষণ পায় পরবিার থকে। পরবিাররে অপরসিীমরে গ্ুর্ুত্বরে কথা হাদীস শরীফে বহ্ুভাবে র্বণতি হয়িছে। নবী কারীম (সাঃ) বলছেনে, “প্রততিি মানব শশি্ুই জন্ম নয়ে ম্ুসলমান র্ূপ, কনি্ত্ু পতিা-মাতা বা পরবিাররে প্রভাবে বড়েে উঠে ইহ্ুদী, নাসারা বা অম্ুসলম র্িূপে।” সভ্যতা নরি্মানরে কাজ একমাত্র মান্ুষরে, পশ্ুদরে নয়। আল্লাহর খলীফা হওয়ার কারণে প্রততিি ম্িুসলমানই একাজে দায়বদ্ধ। তবে এ লক্ষ্যে পরবিার অপরহিার্য। কারণ, সভ্যতার যারা নরি্মাতা তাদরে নরি্মানওে তো প্রতষি্ঠান চাই। পরবিার বস্ত্ুতঃ সে কাজটহিি কর।

মানব ইতহিাসরে এই সনাতন প্রতষি্ঠানটি আজ বপির্যরে ম্ুখে। ফলে বপিন্ন আজ মানবতা। এবং থমকে দাঁড়য়িছেে সভ্যতার অগ্রগত।ি ইট ধ্বসে গলেে প্রাসাদও ধ্বসে যায়। তমেনি পরবিার বধ্বিস্ত হলে বধ্বিস্ত হয় সভ্যতা। নরি্জন বনে-বাদাড়ে বা মর্ুভ্ূমতিে কোন মানবশশ্িুই সভ্য র্ূপে বড়েে উঠনো, সভ্যতাও সখোনে নরি্মতি হয়না। উদ্ভদি বা পশ্ু-পাখীর পক্ষে একাকী বড়েে উঠা সম্ভব হলওে মান্ষরে পক্ষে তা অসম্ভব। পশ্ুক্ূলে মানব শশি্ুকে ছড়েে দলিে সে শ্ুধ্ু দহৈকি নরিাপত্তাই হারায়না, মানবকি গ্ুন নয়িে বড়েে উঠার স্ুযোগও হারায়। মান্ুষ প্রভাবতি হয়ে তার আশে-পাশরে অন্যকে দখেে। ছোট বলো থকেইে যে শশি্ু ধর্মরে নামে পতিামাতা ও প্রতবিশেীদরে শাপ-শক্ুন, গর্ু, পাহাড়-পর্বত ও ম্ুর্তরি উপসানা দখেে সে শশি্ু পরবর্তীতে নোবলে প্রাইজ পলেওে ছোটবলোর ধর্মীয় বশি্বাস ও অভ্যাস সহজে ছাড়তে পারে না। এজন্যই ভারতীয় হনি্দ্ু বজ্ঞিানীগণ শাপ-শক্ুন, পাহাড়-পর্বত ও ম্ুর্তপি্ূজার মধ্যে ম্ুর্খতা দখেতে পায়না। একই অস্বাাবতিসএকই কারণে পাশ্চাত্যরে একজন সরো দার্শনকি বা ধার্মকি ব্যক্তি কোনর্ূপ অসভ্যতা দখেনো উলঙ্গতা, ব্যভচিার, মদ্যপান ও সমকামতিার মধ্যে। পশ্ু যমেন পাশে উলঙ্গতা বা ব্যভচিার হলওে তাতে ভ্র্ুক্ষপেও করে না, তমেনি অবস্থা পাশ্চাত্য দশেরে এসব শকি্ষতিদরে। জঘন্য পাপাচার ও কদর্য অসভ্যতাও তাদরে কাছে অতশিয় স্বাভাবকি সভ্য-কর্ম র্ূপে গণ্য হয়। পাপাচাররে প্রকাশ্য প্রদর্শণী এজন্যই সমাজে বন্ধ হওয়া জর্ুরী। এজন্যই জর্ুরী হল, পাপাচারম্ুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্ররে নরি্মান। ইসলামে এটরি সবশ্রষ্ঠে ইবাদাত। ঈমানদাররে এ কাজটতিইে অন্যরা সবচয়েে বশেী উপক্ত হয়। পরবিার, রাষ্ট্র ও সমাজ একমাত্র এপথইে প্ূতঃপবত্িরতা পায়। এবং যে কোন সমাজে এটইি সবচয়েে ব্যয়বহ্ুল কাজ। নবীজী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে করোম তাদরে জীবনরে সবচয়েে বড় কোরবানীটি পশে করছেনে ম্ূলতঃ এ মহান কাজ।ে রক্তক্ষয়ী জহিাদ লড়ছেনে তারা আম্ত্য্ু। এর্ূপ অর্থ-ব্যয়,রক্তক্ষয় নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাত বা আল্লাহর অন্য কোন বধিান পালনে হয় না।

এ বশি্বে সব জাতি সভ্যতা গড়নো। জন্ম দয়েনে দীন্নত র্ুচবিোধ বা ম্ূল্যবোধরে। স্ুশ্ঙৃ্খল পরবিার, সমাজ ও রাষ্ট্র নরি্মানে যারা সফল, এ কাজ বস্ত্ুতঃ তাদরে। আবর্জনার স্ত্ুপরে পাশরে আবাদী ছড়েে মান্ুষ যখন নগর গড়ছেে, সভ্যতার নরি্মাণও তখন শ্ুর্ু হয়ছে। ন্শংস বর্বরতায় আরবরা এককালে ইতহিাস গড়ছেলি। নজিরে জীবতি কণ্যাকে তারা জ্যান্ত দাফন করতো। কনি্ত্ু এ আরবরাই আবার র্সবকালরে সর্বশ্রষে্ঠ সভ্যতার জন্ম দয়িছেলি। তাদরে এ সফলতার কারণ, আল্লাহর হদোয়াতরে অন্ুসরণ। এবং নজিদেরে গড়ছেনে নবীজীর (সাঃ)আদর্শে। বদেরে বস্তি বা ভখিারীর ক্ুড়ে ঘর নরি্মানে নকশা বা মডলে লাগনো, কছি্ু বাঁশ-কঞ্চি ও খড়-ক্ুটো হলইে যথষে্ট। কনি্ত্ু সটেি অপরহিার্য তাজমহল নরি্মান।

উন্নত সমাজ ও সভ্যতার নির্মানে তেমনি অপরিহার্য হলো উন্নত আদর্শ বা নির্দেশনা। ইসলামে সে আদর্শ বা মডেল হলেন স্বয়ং নবীজী (সাঃ)। আর নির্দেশনা ও মূল নকশাটি দিয়েছেন খোদ আল্লাহতায়ালা। এবং আল্লাহতায়ালার সে নির্দেশনা বা হেদায়েত এসেছে পবিত্র কোরআনে। অসভ্য বসবাসে আদর্শ লাগে না। আইয়ামে জাহিলিয়াত যুগের আরবরাই শুধু নয়, আজও বহু শত কোটি মানুষ বসবাস করছে আল্লাহর হেদায়েত ছাড়াই। এতে সভ্যতর মানব সৃষ্টির কাজ সামনে এগুয়নি। বরং প্রচন্ড অসুস্থ বেড়েছে মানব সভ্যতার। হালাকু-চেংগিজের চেয়ে বর্বর মানুষের জন্ম হয়েছে সভ্যতার এ অসুস্থ্যতার কারণে।

আল্লাহর হেয়ায়েত এবং রাসূল (সাঃ)র আদর্শের অনুসরণের ফায়দা যে কত বিশাল ও কল্যাণকর সেটি প্রমাণ করেছেন প্রাথমিক কালের মুসলমানেরা। এবং সেটি মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা নির্মানের মধ্য দিয়ে। আলোর মশাল গভীর অন্ধকারেও পথ দেখায়। তেমনি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নির্মানে পথ দেখায় নবী-রাসূলের আদর্শ। এক্ষেত্রে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হলেন সর্বশেষ নবী হযরত মহম্মদ (সাঃ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা তাঁকে "উসওয়াতুন হাসানা" বা উত্তম আর্দশ বলেছেন। মুসলমান হওয়ার অর্থ নবীজী (সাঃ)কে শুধু আল্লাহর রাসূল হিসাবে মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া নয়, বরং জীবনের প্রতিপদে তাঁকে অনুকরণীয় আদর্শ রূপে কবুল করা। নবীজী (সাঃ)র সাথে সাহাবায়ে কেরামের আচরণ সেটিই ছিল। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে উত্তম আদর্শ রূপে বিশ্বাস করা বা অনুসরণ করাই কুফরি। এটি ইসলাম থেকে বিচ্যুতি। সাহাবায়ে কেরাম তাদের সমস্ত কর্ম ও আচরণে –তা সে ইবাদত হোক বা ব্যক্তি-পরিবার-রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন হোক - তার অনুসৃত আদর্শকে অনুসরণ করেছিলেন। আলোর ন্যায় নবীজি(সাঃ)র আর্দশও আরবের ঘরগুলোকে সেদিন আলোকিত করেছিল। ফলে দূরীভূত হয়েছিল মিথ্যা ও অজ্ঞতার অন্ধকার। তখন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ শিক্ষালয়ে পরিনত করছিলেন মুসলমানদের প্রতিটি ঘর ও প্রতিটি পরিবার। এবং এভাবে অতি দ্রুত অগ্রসর হয়েছিলেন উচ্চতর সভ্যতা নির্মানের দিকে। সে কালে কোন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, কিন্তু মুষ্টিময় সাহাবীদের ঘর থেকে যে মাপের জ্ঞানবান মানুষ তৈরী হয়েছিল তা মুসলিম বিশ্বের সবগুলো বিশ্ববিদ্যায় বিগত হাজার বছরে পারেনি। উচ্চতর সভ্যতা নির্মানের কাজ তো এভাবেই ঘর বা পরিবার থেকে শুরু হয়। একাজে পরিবার নিষ্ক্রীয় হলে ব্যাক্তির উন্নয়নের সাথে উম্মাহর উন্নয়ন থমকে দাড়ায়। সভ্যতা কি? এটি হলো জাতীয় জীবনে সভ্যতর ব্যক্তিসমূহের সৃষ্টিশীল কর্ম ও সভ্যতর পরিবর্তনের যোগফল। ফলে একই রকম কুঁড়ে ঘরে হাজার বছর বাস করলে তাতে সভ্যতা নির্মিত হয়না। কারন এটি স্থবিরতা। এমন স্থবিরতায় প্রকাশ পায় আদিম অজ্ঞতাকে আঁকড়ে ধরে বসবাসের প্রবনতা। অথচ পিরামিড বা তাজমহল গড়লে সেটি সভ্যতার অংশ হয়ে যায়। কারন তাজমহলের নির্মানে স্থাপত্যশিল্পকে কুঁড়ে ঘর নির্মানের কৌশল থেকে বহু পথ পাড়ি দিতে হয়। সভ্যতার গুণাগুণ বিচারে তো সে অগ্রগতিটুকুরই বিচার হয়। কিন্তু সভ্যতার তুলনামূলক বিচারে কৃষি, শিল্প, প্রাসাদ বা নগর নির্মানের পাশাপাশি উচ্চতর মানুষ গড়ার শিল্প কতটা সামনে এগুলো সেটিই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সেটি যখন উৎকর্ষ পায় তখনই শ্রেষ্ঠতর সভ্যতা নির্মিত হয়। মিশরে বিস্ময়কর পিরামিড বা চীনে বিশাল প্রাচীর নির্মিত হলেও মানবকিতা সম্পন্ন সে বিশাল মাপের মানুষ নির্মিত হয়নি। অথচ সেটি সম্ভব হয়েছিল ইসলামে। অন্য সভ্যতা থেকে ইসলামি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব তো এখানেই।

নবীজী (সাঃ) বলেছেন, "দুঃখ হয় ঐ ব্যক্তির জন্য যার জীবনে দুইটি দিন অতিক্রান্ত হলো অথচ তার জ্ঞান ও তাকওয়ার কোন পরির্বতনই হলো না"। অথচ আজ মুসলিম বিশ্বে এমন মানুষের সংখ্যা কোটি কোটি যাদের জীবনে শুধু শুধু দুটি দিন নয়, হাজারো দিন -এমন কি সমগ্র জীবন কেটে গেছে অথচ তাদের জ্ঞান ও তাকওয়ার ভান্ডারে কোন পরিবর্তনই আসেনি।

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:03 -

সারাটা জীবন বাস করছে অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকারের মাঝে। অতিবৃদ্ধ বয়সেও কোরআনের সামান্য একটি ছুরাও বোঝবার সামর্থ অর্জন করেনি। একজন মানুষের কাছেও দ্বীনের দাওয়াত পৌছানোর সামর্থ অর্জন করেনি। যে মুসলমানের জীবনে পরিবর্তনহীন দুইটি দিন যেখানে অসহ্য সে ব্যক্তি কাদা-মাটি, লতা-পাতা, বাঁশ-কঞ্চির ঘরে হাজারো বছর কাটায় কি করে? অথচ বাংলাদেশের ন্যায় দেশে মুসলমানেরা তো সেটিই করছে। একই রূপ ঘর, একই রূপ কৃষিকাজ ও একই রূপ সংস্কৃতির মাঝে তাদের বসবাস বহু শত বছরের। প্রাথমিক যুগের মুষ্টিমেয় মুসলমানদের হাতে সে সময় উন্নত সভ্যতার জন্ম হয়েছিল সেটি তো সামনে চলার প্রবল প্রেরণা থেকেই। যেখানে পরিবর্তন নেই সেখানে সভ্যতাও নাই। বিশ্বে বহু ভাষা ও বহু ধর্মের বহু জাতির মানুষের বাস। কিন্তু সভ্যতার জন্মদান সবার দ্বারা হয়নি। সভ্যতার জন্ম দানে যারা ব্যর্থ, তাদের সে ব্যর্থতার কারণঃ তারা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মত প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিক ভাবে গড়ে তুলতে পারেনি। তবে এক্ষেত্রে মূল ব্যর্থতা, আদর্শ পরিবার গড়ায় ব্যর্থতা। কারণ, প্রাসাদ গড়তে যেমন ভাল ইট লাগে তেমনি উচ্চতর সমাজ ও সভ্যতা গড়তেও ভাল মানুষ ও পরিবার লাগে।

পরিবার গড়ে উঠেছে বস্তুতঃ মানবিক প্রয়োজনের তাগিদে। অন্য প্রাণীকূল থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠতম হওয়ার এটিই মূল কারন। পশুদের জীবনে সহস্র বছরেও পরিবর্তন আসে না। গবাদি পশুরা হাজার বছর পূর্বেও যেভাবে ঘাস খেতে বা জীবন ধারন করতো এখনো তাই করে। অথচ মানুষ সামনে এগিয়েছে। এর কারণ পরিবার। এ জীবনে নিজের প্রয়োজন আর কতটুকু? কুকুর বিড়ালও সমাজে না খেয়ে মরে না। কারণ তাদের একার প্রয়োজন সব সমাজেই পূরণ হয়। অথচ মানুষকে ভাবতে হয় তার পরিবার ও আপনজনদের নিয়ে। এ ভাবনাই তাকে কর্মশীল, গতিশীল ও দুঃসাহসী করে। পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগরও পাড়ি দেয়। এরূপ অবিরাম উদ্যোগ ও আত্মনিয়োগই ব্যক্তির যোগ্যতা ও সৃজনশীলতা বাড়ায়। মানুষ জীবনে যা শেখে তার সিংহভাগই শেখে কাজ করতে করতে। তাই যার জীবনে কাজ নেই, তার জীবনে জ্ঞানের বৃদ্ধিও নেই। প্রয়োজনের তাগিদেই সৃষ্টি হয় নতুন আবিষ্কার। যার পরিবার নাই তার জীবনে কর্মে প্রেরণাও নাই। কারণ তার প্রয়োজনের মাত্রাটি অতি সামান্য। পরিবার পরিজনহীন সাধু-সন্যাসীদের দ্বারা তাই সভ্যতার নির্মান দূরে থাক একখানি গৃহ নির্মানও অসম্ভব। ফলে এমন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধিতে ক্ষতিগ্রস্থ হয় সমাজ ও রাষ্ট্র। এবং বাধাগ্রস্ত হয় সভ্যতার নির্মান বা অগ্রগতি। ইসলামে তাই বৈরাগ্য জীবনের কোন স্থান নেই।

মানব শিশু তার পরিবার থেকে শুধু প্রতিপালনই পায় না, জীবনের মূল পাঠগুলোও পায়। শেখে, কিভাবে তাকে বেড়ে উঠতে হয়। শেখে কর্মকুশলতা। শেখে কিভাবে অন্যদের দুঃখে দুঃখী এবং সুখে সুখী হতে হয়। পরিবার থেকেই ব্যক্তি পায় উন্নত রুচিবোধ, মূল্যবোধ ও বাঁচবার সংস্কৃতি। মানুষ যখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গড়েনি তখনও জীবনের সর্বোচ্চ শিক্ষা পেতো পিতা-মাতা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী ও অন্যান্য আপনজনদের থেকে। পিরামিড বা তাজমহলের ন্যায় শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যশিল্পগুলো যারা গড়েছিলেন তারাও কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদ্যা হাসিল করেননি। সে উচ্চতর বিদ্যা পেয়েছিলেন নিজেদের পরিবার থেকে। পরিবারই যে মানব জাতির শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় - সে প্রমান তাই প্রচুর। অথচ আজ সেটিই ভয়ানক বিপর্যয়ের মুখে। বিশাল বিশাল কল-কারখানা বৃদ্ধির সাথে যেমন বিলুপ্ত হয়েছে পরিবার ভিত্তিক কুটির শিল্প, যান্ত্রীকতা বৃদ্ধির সাথে তেমনি বিলুপ্ত হচ্ছে পরিবার ও পরিবার ভিত্তিক শিক্ষালয়। ফলে মানুষের কেতোবী বা কারিগরি জ্ঞান বাড়লেও বিধ্বস্ত হচ্ছে মূল্যবোধ। সম্পদ বাড়লেও মানুষ নিঃস্ব হচ্ছে মানবিক গুনাবলীতে।

একমাত্র পারিবারীক শান্তিই ব্যক্তিকে দেয় প্রকৃত শান্তি। পরিবার হলো জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। ব্যক্তির সকল ব্যস্ততাই শুধু নয়, তার সকল স্বপ্ন ও আশা-ভরসা দোল খায় এ পরিবারকে ঘিরে। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত মানুষ যেখানে শান্তি খুঁজে পায় সেটি তার অফিস নয়, কারখানা বা অন্যকোন কর্মক্ষেত্রও নয়। বরং সেটি হলো তার পরিবার। অশান্তি একবার পরিবারে বাসা বাঁধলে সেটি কোন ঔষধেই দূর হবার নয়। অশান্তির সে আগুন তখন গৃহের সীমানা ডিঙ্গিয়ে রাজপথে, লোকালয়ে বা কর্মস্থলে গড়িয়ে পড়ে। তখন সামাজিক অশান্তি বাড়ে সর্বত্র জুড়ে। ক্রমঃবর্ধমান মাদকাসক্তি, গ্যাংফাইট ও সন্ত্রাস – এসব তো জন্ম পায় পারিবারীক অশান্তি থেকেই। উলঙ্গতা, মদ্যপান, ব্যাভিচার ও নানা পাপাচার পরিবারে প্রতিপালন পেলে তখন তাতে সমাজও পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। মানুষ তার ন্যায়বোধ, রুচিবোধ, মূল্যবোধ ও আচার-আচরন নিয়ে জন্মায়না, এগুলো সে পায় পরিবার থেকে। আর এগুলো নিয়েই তার সর্বত্র বিচরন। অপর দিকে বাইরের জগতে যতই সমৃদ্ধি হোক, তাতে পরিবারে শান্তি আসেনা। একাজ ব্যক্তির একান্তই নিজস্ব। পরিবারকে ঘিরেই শান্তির নিরাপদ দুর্গটি গড়ে উঠে প্রেম-প্রীতি,ভালবাসা ও উচ্চতর মূল্যবোধের ভিত্তিতে। নিছক পানাহার, যৌনতা বা যৌথবাসই পরিবারের ভিত্তি নয়। এটি নিছক পশু সুলভ। পরিবার গড়ে উঠে উচ্চতর এক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। দেহ-ভিত্তিক বা যৌনতা-ভিত্তিক সম্পর্ক প্রাধান্য পেলে মানুষ তখন আর পশু থেকে শ্রেষ্ঠতর থাকে না। এর জন্য পরিবারের প্রয়োজনও পড়েনা। ঘরবাড়ি ও পরিবার ছাড়াই জীব-জন্তু যুগ যুগ বেঁচে আছে। তাদের বংশবিস্তারও হয়েছে। পশুর মত বসবাস, পানাহার বা অবাধ যৌনতা এ বিশ্বে কোন কালেই কম ছিল না। এরপরও মানুষ ঘর বেঁধেছে, পরিবার গড়েছে। শুধু নিজের নয়, সমগ্র পরিবার ও পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যদের দায়-দায়িত্বও মাথায় তুলে নিয়েছে। শুধু ভোগ নয়, দায়ত্ব-পালনও যে বাঁচবার অন্যতম মিশন - মানুষ এ ভাবেই তার স্বাক্ষর রেখেছে। সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মান দূরে থাক একাকী একখানি ঘরও উঠানো যায়না। এর জন্য পারস্পারিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা চাই। পরিকার তো শিশুকাল থেকে সেটিরও অভ্যাস গড়ে তুলে। প্রাকটিসের জন্য দেয় একটি অবকাঠামো। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাধ্যমে যে সংযোগ গড়ে উঠে সেটি নিছক দুটি ব্যক্তির নয়, বরং সেটি দুটি পরিবার, দুটি গোত্র বা দুটি জনপদের মাঝে। সৃষ্টি হয় সৌর্হাদ-সম্প্রীতির অভ্যাস। রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে এসম্পর্ক সিমেন্টের কাজ করে। মানব সমাজ এতে সংঘবদ্ধতা বা সামাজিক বন্ধন পায়। বৃদ্ধি পায় পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ। পরিবারের মূল ভিত্তি শুধু আইন নয় বরং এ মূল্যবোধ। ফলে এ মূল্যবোধ বিলুপ্ত হলে বিলুপ্ত হয় পরিবার। বস্তবাদী জীবন দর্শনে যা কিছু দর্শনীয় ও চিত্তাকর্ষক, যাতে থাকে নগদপ্রাপ্তি সেগুলোই গুরুত্ব পায়। তখন গুরুত্ব হারায় নীতি-নৈতিকতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, পরকালীন ভয় ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয়। এমন সেকুলার পরিবারে স্বার্থপরতাও ন্যায্য কর্মে পরিনত হয়। পরিবার তখন পরিনত হয় দুর্বৃত্তদের দুর্গে। পাপাচারী দুর্বৃত্তরা সেখানে শুধু প্রতিরক্ষাই পায় না, সম্মানও পায়। তখন পরিবারগুলো পরিণত হয় দুর্বৃত্তদের পাঠশালায়। তখন দেশে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়লেও দুর্বৃত্তি কমে না। বরং আকাশচুম্বি হয়। চোর-ডাকাত, ঘুষ-খোর, সুদ-খোর, ব্যাভিচারি, সন্ত্রাসী এমন ঘরে তিরস্কৃত না হয়ে নন্দিত হয়। পায় নতুন দুর্বৃত্তির অনুপ্রেরণা। একারণেই আধুনিক মানুষ দুর্বৃত্তিও মানব-হত্যায় অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করছে। এমন মানুষ তার কর্মে ও উদ্যোগে অনুপ্রেরণা পায় অর্থনৈতিক স্বার্থ-সিদ্ধি, যৌনলিপ্সা ও প্রতিপত্তা বিস্তারের তাড়না থেকে। যেখানেই শিকার, শিকারী পশুর সেখানেই পদচারনা। অনুরূপ অবস্থা বস্তুবাদী ও ভোগবাদী স্বার্থশিকারীদেরও। এমন এক স্বার্থশিকারি চেতনায় নতুন যৌন শিকার ধরতে নানা বাহানায় বিচ্ছিন্ন হচ্ছে পুরনো শিকারী থেকে। এতে বিচ্ছেদ নেমে আসছে বিবাহবন্ধনে। গাড়ী পাল্টানোর চেয়ে স্ত্রী বা স্বামী পাল্টানো এজন্যই রুটিনে পরিণত হয়েছে। আর এতে বাড়ছে পারিবারীক বিপর্যয়।

নিজেদের ভোগ-বিলাস ও আনন্দ-উল্লাস বাড়াতে পাশ্চাত্যের মানুষ নিজের ঘাড় থেকে দায়িত্বের বোঝা কমিয়েছে। আর মানুষের ঘাড়ে তো সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রতিপালনের দায়িত্ব। সে দায়িত্ব কমাতে গিয়ে বিধ্বস্ত করছে পরিবার। অধিকাংশ নারী হারিয়েছে সন্তান জন্মদানের আগ্রহ। অথচ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সন্তান বন্ধনের কাজ করে। তাছাড়া পরিবার গড়তে হলে বৈবাহিক জীবনের স্থায়ীত্বটি জরুরী। চোরাবালীর উপর যেমন বিল্ডিং গড়া

Written by ফরিদে মাহব্ ব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:03 -

যায়না, তমেনি নড়িবড়ে ববৈাহকি সম্ পর্ করে উপর নভির করে পরবিার গড়ে উঠে না। এজন্ য স্ বামী-স্ ত্ রীর স্ সম্ পর্ ক ও টকেসই সম্ প্ রীতি প্ রয়োজেন। ববিাহরে পর স্ বামী-স্ ত্ রীর মাঝে একে অপররে উপর শ্ ধ্ অধকিারই প্ রতষি্ ঠতি হয়না, দায়তি্ বও অর্ পতি হয়। সে দায়ত্ ব এড়াতে পাশ্ চাত্ যরে মান্ ষ ববিাহ এড়য়ি যাচ্ ছ। এমন অস্ স্ থ্ য চতেনায় মজব্ ত পরবিার গড়ে উঠবে সটো কি আশা করা যায়? ফলে বধ্বিস্ ত হচ্ ছে পারবিারীক শান্ ত। শান্ তরি খোঁজে পাশ্ চাত্ যরে অশান্ ত মান্ ষ এখন বকিল্ প পথ ধরছে। বড়েছে প্ রমোদ-ভ্ রমন, বড়েছে মদ্ যপান, বশে্ যাব্ ত্ ত,ি যনৌতা ও ড্ রাগরে আসক্ ত। এমন স্ বচে্ ছাচারী জীবন-উপভোগে পারবিারীক বন্ ধনকে এরা পায়রে বড়েী মনে কর,ে একারণইে শত্ র্ তা এটরি বরি্ দ্ ধও। সন্ তান যৌন-বাজারে বাজার-দর কমাবে এ ভয়ে গর্ ভপাতরে নামে অবাধে শশি্ হত্ যা হচ্ ছ। এভাবে পরবিার পরনিত হয়েছে মানব-হত্ যার প্ রশকি্ ষণ ক্ ষতে্ র।

পরবিার বধ্বিস্ ত হওয়ায় সবচয়েে বশেী অসহায় ও ক্ ষতগি্ রস্ ত হয়েছে নারী। পাশ্ চাত্ য সমাজে তাদরে কদর বড়েছে বজি্ ঞাপন, পূর্ ণ-ফলি্ ম ও নাচ-গানরে মত বনিোদন শলি্ প। অথচ আবহমান কাল থকেইে নারীদরে জন্ য পরবিার ছলি স্ রক্ ষতি দ্ র্ গ। সখোনে মা হসিাবে সন্ তানদরে গভীর সম্ মান, কন্ যা ও বোনরূপে আদর ও স্ নহে এবং স্ ত্ রী হসিাবে ভালবাসা তারা য্ গ য্ গ পয়েে এসছে। অথচ নারী স্ বাধীনতা, নারীর ক্ ষমতায়ন ও সম-অধকিার ইত্ যাদি নানা বাহানায় সখোন থকেে বরে করে তাদরেকে অসহায় ও অরক্ ষতি করা হয়েছে। ফলে তারা আজ ধর্ ষণ, হত্ যা ও নানাবধি পাশবকি অত্ যাচাররে শকিার। স্ রক্ ষতি পরবিার থকেে বরে করে তাদরেকে যনে ক্ ষ্ ধার্ ত ও হংিস্ র পশ্ র সামনে ফলো হয়েছে। এমন অরক্ ষতি অবস্ থান থকেে নারীর পক্ ষে সন্ তান পালনরে মত দায়তি্ ব-পালন কি সম্ভব? তাছাড়া সন্ তান পালন কোন লঘ্ -দায়তি্ ব নয়, খন্ ডকালীন কাজও নয়। এ কাজ নজিইে রাতদনিরে এক সার্ বক্ ষনকি ব্ যস্ ততা। কল-কারখানা, অফসি-আদালত, সনো বা প্ লশি বাহনিীতে গ্ র্ দায়তি্ ব পালনরে পর কি এ কাজরে আর সামর্ থ থাক?ে নারীর মর্ যাদা বাড়াতে গয়িে এভাবে বপির্ যয় বাড়ানো হয়েছে। পণ্ যরে ন্ যায় নারীকওে বাজারে ত্ লা হয়েছে।

নারীর দ্ টি সত্ বা। একটতিার নারীত্ ব। অপরটি যনৌতা। পর্ দা যনৌতাকে আড়াল কর,ে আর প্ রকাশ করে তার মহান নারীত্ বক।ে তখন সে সমাজে মা-বোন বা স্ ত্ রীর সম্ মানজনক মর্ যাদা পায়। মায়রে পায়রে নীচে সন্ তানরে জান্ নাতরে ঘোষণা দওেয়া হয়েছে। নারীত্ বরে বদলে যখন যনৌতা প্ রাধান্ য পয়েছে তখনই নারীর জীবনে প্ রচন্ ড বপির্ যয় নমেে এসছে। তখন বধি্ বস্ ত হয়েছে পরবিার। যনৌতা নয়িে বাণজি্ য জম,ে কনি্ ত্ তাতে পরবিার প্ রতষি্ ঠা পায় না। এজন্ যই পততিাদরে কোন পরবিার থাকে না। পাশ্ চাত্ যে নারীর যনৌ সত্ ত্ বা নয়িে ব্ যণজি্ যে যে কতটা রমরমা ভাব, সটোর প্ রমাণ মলেে অলতিে গলতিে নাইট ক্ লাব, মদ্ যশালা বা পাব ও পততিাপল্ লরি সংখ্ যা দখে।ে পণ্ যরে বাজারজাত করণে গ্ র্ ত্ বপূর্ ণ হলো আর্ কষনীয় প্ যাকজেংি। তমেনটি ঘটছে নারীর ক্ ষতে্ রওে। এবং সটো ঘটছে নতি্ য-নত্ ন ফ্ যাশানরে নামে। ফ্ যাশানরে প্ রকোপে বলি্ প্ ত হয়েছে পর্ দা ও শালীন পোষাক। অথচ পর্ দা য্ গ য্ গ ধরে নারীর যনৌতাকে ঢকেে রখেছে এবং নরিাপত্ তা দয়িছে এবং মহীয়ান করছে তার নারীত্ বক।ে জাতি-ধর্ ম নরি্ বশিষেে পর্ দা চহি্ নতি হয়ে এসছে সভ্ যতা ও শষি্ ঠতার প্ রতীক র্ প।ে মানব জাতরি এটি অতি সনাতন প্ রথা। যখন বস্ ত্ র ছলিনা তখনও মান্ ষ গাছরে পাতা বা ছাল, চামড়া ইত্ যাদি দয়িে লজ্ জা নবিারনরে চষে্ টা করছে।

বাংকার বা পরিখার নিরাপদ আশ্রয় থেকে কাউকে বের করে খোলা ময়দানে গুলীর লক্ষ্যবস্তু বানানো সহজ। স্বার্থশিকারী পুরুষেরাও চায় চায় ঘরের নিরাপদ আশ্রয় থেকে নারীদের বের করে আনতে। পাশ্চাত্যে বস্তুতঃ সেটিই করা হয়েছে। ফলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জোয়ারে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নারী। ধর্মহীন ও বিবেকহীন মানুষের শোষন, শাসন ও নির্যাতনের শিকার যেমন দুর্বল মানুষ, তেমনি যৌন শোষনের শিকার হলো দুর্বল নারী। অথচ নারী স্বাধীনতা ও সম-অধিকারের গলাবাজী ও প্রলোভনে তাদেরকে আত্মভোলা করে রাখা হয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্কে আপোষ চলে না। তাদের সম্পর্কে অন্য কেউ ভাগীদার হবে সেটিও অকল্পনীয়। কিন্তু ভোগবাদীদের কাছে এমন আপোষহীনতা কুসংস্কার। মদমত্ত নাচের তালে অন্যের স্ত্রীকে যেমন তারা কাছে টানে, তেমনি নিজের স্ত্রীকে সঁপে দেয় অন্যের আলিঙ্গনে। এরূপ সংস্কৃতির পরিচর্যা বাড়াতেই পাশ্চাত্যে প্রতি লোকালয়ে গড়ে উঠেছে নাইট ক্লাব। আর এটিই হলো আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতিতে যেটি বাড়ে সেটি পাপ। প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক দলের কর্মী, উচ্চ পদস্থ কর্মচারী, এমনকি গীর্জার পাদ্রীও আক্রান্ত এ পাপাচারে। ফলে বিপন্ন হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আস্থা ও সম্পর্ক। এতে ভেঙ্গে যাচ্ছে পরিবার এবং সুফল মিলছে না মিলশিমশিনো বার বার বিবাহেতেও। আর বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হলে যেটি বাড়ে সেটি হলো ব্যাভিচার। পাশ্চাত্যে সেটিই হয়েছে। আর কোন রাষ্ট্র বা সমা পাপাচারে প্লাবিত হলে পাপের সংজ্ঞাই পাল্টে যায়। তখন পাপ আর পাপ রূপে গণ্য হয় না। গণ্য হয় শিষ্ঠ কর্ম রূপে। এমন পাপকে পাপীষ্ঠরা অতীতে ধর্ম-কর্মও বলছে। যেমন কা’বাকে ঘিরে পৌত্তলিক কাফেরদের উলঙ্গ তোয়াফ বা ভারতীয় মন্দিরে যৌন দাসীদের সাথে ব্যাভীচার। ব্যীব্যভববববববচারি। পাপতো তাই যা নীতি ও নৈতিকতা বিরোধী, যা শিষ্ঠতার খেলাপ। সে নীতি ও নৈতিকতাই যদি পাল্টে যায় তবে সে গুলো কি আর পাপ রূপে গন্য হয়? ব্যাভিচার, সমকামিতা বা হোমোসেক্সুয়ালিটি এ কারনেই পাশ্চাত্য সমাজে আজ আর অপরাধ নয়, বরং আইনসিদ্ধ বৈধ কর্ম। এখন এ পাপ গুলোকেই তারা বিশ্বব্যাপী সিদ্ধ করতে চাচ্ছে। এরা এ পাপাচারকেই এখন নাগরিক অধিকারে পরিণত করতে চায়। এ কাজে তারা ব্যাবহার করছে জাতিসংঘকে। পরিবার ভেঙ্গে যারা পতিতার পল্লীতে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকে বলছে সেক্স ওয়ার্কার। ব্যাভিচারের ন্যায় পাপাচারের বিরুদ্ধে এতকাল যে ঘৃনাবোধ ছিল এখন সেটিই বিলুপ্ত করছে। প্রশ্ন হলো, যে মূল্যবোধে এমন পাপাচার প্রশ্রয় পায় সে মূল্যবোধে কি পরিবার বাঁচে?

প্রশ্ন হলো এ বিনাশী বিপর্যয় থেকে উদ্ধার কোন পথে? পথ একটিই, আর তা হলো ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ। সে সাথে পাশ্চাত্যের মূল্যবোধ, জীবনচেতনা ও সংস্কৃতিকে বর্জন করা। চিন্তা-চেতনার মডেলে না পাল্টালে কর্ম ও আচরনেও কোন পরিবর্তন আসে না। নবীজি(সাঃ) সে কাজটিই করেছিলেন। বিপর্যস্ত পরিবার বস্তুতঃ রোগগ্রস্ত চেতনার সিম্পটম মাত্র। মূল রোগ আরো গভীর। আর সেটি হলো ইসলামে অজ্ঞতা। অজ্ঞতায় যেটি বাড়ে সেটি আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। মানব-সভ্যতা কোন কালেই সম্পদের কমতির কারণে বিপর্যস্ত হয়নি। বিপর্যস্ত হয়েছে নৈতিক বিপর্যয়ের কারণে। দুর্ভিক্ষে যদিও প্রান নাশ হয় তবে তাতে সভ্যতার বিনাশ হয় না। প্রচীন কালে পাহাড় কেটে কেটে সামুদ জাতি সুরম্য প্রাসাদ গড়েছিলো। তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। নিশ্চিহ্ন হয়েছিল নমরূদ ফেরাউন। এর কারণ আল্লাহর অবাধ্যতা। অথচ ফেরাউন বহু হাজার বছর আগে স্থাপত্যে বিস্ময়কর ইতিহাস গড়েছিল।

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:03 -

পাশ্চাত্যের ঘাড়ে এই একই রোগ চেপেছে। প্রাচুর্যের অহংকার শুধু সত্যকে মেনে নিতেই অমনোযোগী করেনা। বরং সেটি আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে তাদেরকে যুদ্ধাংদেহীও করছে। উদ্ধত ও প্রচণ্ড অহংকারী করছে হোমোসেক্সুয়ালিটি, মদ্যপান, উলঙ্গতা, পর্নোগ্রাফী এসব পাপ কর্ম নিয়েও। এমন পাপের অধিকারকে তারা মানবাধিকার বলছে। অতীতে যে দুর্ভোগ হয়েছে রোগ-ব্যাধির কারণে, এখন তার চেয়েও বেশী দুর্ভোগ হচ্ছে এরূপ বিধ্বস্ত মূল্যবোধ ও বিপর্যস্ত পরিবারের কারণে। পাশ্চাত্যের মূল বিপদ এখানেই। গাড়ীর মডেল নিয়ে তাদের যতটা ব্যস্ততা, পথের ডিরেকশন নিয়ে ততটা নয়। এ অবস্থায় রোগ যেমন বাড়ছে তেমনি তীব্রতর হচ্ছে সিম্পটম। এমন বিপর্যয়ের মুখে পাশ্চাত্যের সমাজ-বিজ্ঞানী বা দার্শনিকগণ অসহায়। যে স্রোতের টানে তারা গা ভাসিয়ে দিয়েছে সেটিই তাদের ভাসিয়ে নিয়ে ছাড়বে। এ অসুস্থ্য সভ্যতাকে বাঁচাতে তাদের সকল সামর্থ নিঃশেষ। বিশ্বের অন্য র্ধম ও মতবাদগুলোরও একই রূপ বেহাল অবস্থা। তাছাড়া এসব অনৈতিক চেতনা ও জীবন-বোধ পরিবারে শান্তি এনেছে -সমগ্র ইতিহাসে তার নজির নেই। এমন নৈতিক বিপর্যয়ের মোকাবেলায় একমাত্র ইসলামই শেষ ভরসা। তাছাড়া এমন বিপর্যয়ের মুখে মানব জাতির উদ্ধারে একমাত্র ইসলামই অতীতে সফলতা দেখিয়েছে। সেটি একবার নয়, বহুবার। শুধু একটি জনপদে নয়, অসংখ্য জনপদে। ইসলামের সে সার্মথ এখনও অম্লান। আল্লাহর প্রদর্শিত এ পথটি এখনও অক্ষত তার বিস্ময়কর নির্ভুলতা নিয়ে। স্রষ্টার পক্ষ থেকে বস্তুতঃ এটিই একমাত্র প্রেসক্রিপশন। এ প্রেসক্রিপশন অপরিহার্য শুধু সমাজ ও রাষ্ট্রের সুস্থ্যতা বিধানেই নয়, বিপর্যস্ত পরিবারকে বাঁচাতেও। বর্তমানের পারিবারিক বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের এটিই একমাত্র পথ।

লন্ডন, ১৯/০৭/২০০৯